দৈনিক সংবাদ

তারিখ 0 8 DEC 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

বাংলাদেশ শিক্ষা প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

057

বিনা দোষে শাস্তি

নকল না করেও নকলের দায়ে গুরুতর শাস্তি পেয়েছে মির্জাপুরের ওয়াসী পাইকপাড়া এম ইয়াসিন এ্যাণ্ড ইউনুস খান হাইস্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থী মোহাম্মদ মোনায়েম খান। তার এবছরের পরীক্ষা বাতিল ত করা হয়েছেই, তার উপর ডিসিপ্লিন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আগামী তিন বছর সে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। লঘু অপরাধে নয়, একেবারে বিনা অপরাধেই গুরুদণ্ড দান করা হয়েছে তাকে।

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনকারী অন্য পরীক্ষার্থীদের সাথে তার ক্রমিক নম্বরটা নাকি ভুল করে বোর্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ভুলটা ধরা পড়েছে দণ্ডিত ছাত্রটির আবেদনপত্র পাওয়ার পর গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে। যারা ভুল করেছেন তাদের বিবেচনায় ভুলটা ছোট হলেও পরীক্ষার্থীর ক্ষতিটা অপূরণীয়।

আমাদের দেশে একদিকে যেমন অনেক অপরাধীর বিচারই হয় না অন্যদিকে অনেককে অপরাধ না করেও দণ্ড ভোগ করতে হয়। রামের অপরাধে রহিম শাস্তি পায়। এক যুগ জেল হাজত ভোগের পর প্রমাণিত হয় অভিযুক্ত নির্দোষ। এতদিন তা অন্যান্য ক্ষেত্রের মামলা-মোকদ্দমায়ই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে পরীক্ষার্থীও বিনা অপরাধে এভাবে-দণ্ডিত হচ্ছে।

পরীক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বন করলে বহিষ্কৃত হয়, তার পরীক্ষা বাতিল হয় এবং ভুল করলে পরীক্ষায় ফেল করে শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু যারা পরীক্ষক-পরিদর্শক তারা যদি ভুল করেন, দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালনে ব্যর্থ হন তাহলে তাঁদের কি কোন শাস্তি হবে না? আইনের এরকম বৈষম্যমূলক প্রয়োগ হতে পারে না। ডাক্তারের ভুলে রোগী মারা যাবে, পরীক্ষক-পরিদর্শকের ভুলে পরীক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন ধ্বংস হবে—এর কি কোন প্রতিকার নেই?

ভুলটা ব্যতিক্রমী বা বিরল বলে একে উড়িয়ে দেয়ার অবকাশ নেই। কেননা এই সামান্য ভুলের পরিণতি সাংঘাতিক। যেখানে প্রয়োজন সর্বাধিক সতর্কতা সেখানে এ ধরনের গাফিলতিকে প্রশ্রয় দেয়া যায় না।

একই সঙ্গে পরীক্ষায় নকল রোধে সর্বাধিক কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে। নকলের ক্রমবর্ধমান গ্রাস থেকে রক্ষা করতে না পারলে পরীক্ষা ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে একেবারেই প্রহসনে পরিণত হবে।

আমরা স্বীকার করি পরীক্ষায় নকল বন্ধের একটা ভাল উদ্দেশ্য মির্জাপুর কেন্দ্রের পরিদর্শকদের ছিল, যা আজকাল অনেক জায়গায় দেখা যায় না। সেজন্য তারা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু শুধু উদ্দেশ্য মহৎ হলেই হয় না। তা বাস্তবায়নের জন্য চাই দক্ষ ব্যবস্থাপনা। সাধুতা এবং যোগ্যতা দুটোই একসঙ্গে কাম্য।

এখন সর্বাগ্রে যেটা প্রয়োজন তাহলো এই ভুলের সংশোধন। ভুলের শিকার হয়েছে যে ছাত্র তাকে তা থেকে মুক্তিদান। ভুলটা যেহেতু ধরা পড়েছে কাজেই সংশোধনে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

এসএসসি পরীক্ষার ফল বেরুবার পর কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যে কলেজে ভর্তি হয়েছে। লেখাপড়া এবং সেশন এখনো ততটা এগোয়নি। কর্তৃপক্ষ যদি অবিলম্বে তার ফল ঘোষণা করেন (এবং এতে সে কৃতকার্য হয়), তাহলে এখনো সে কলেজে ভর্তি হতে পারবে। বোর্ডের উচিত বিশেষ বিবেচনায় তাকে বিলম্বে ভর্তি হওয়ার অনুমতি দেয়া।

ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আশ্বাস দিয়েছেন, তিনি বিষয়টি পরীক্ষা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন। আমরা আশা করব প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও ফাইল চালাচালি তথা অযথা কালক্ষেপণ করে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর জীবন থেকে একটি শিক্ষাবর্ষ-বিনা অপরাধে কেড়ে নেয়া হবে না।